অর্থমন্ত্রক

ভারত সরকার চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জনঋণ পরিচালন বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে

Posted On: 29 DEC 2017 5:36PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের জনঋণ পরিচালন সেলের পক্ষ থেকে ২০১৭'র জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই ধরনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

২০১৮ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সরকার ১,৮৯,০০০ কোটি টাকার (অনুমিত বাজেটের ৩২.৬৮ শতাংশ) সমতুল তারিখ যুক্ত সিকিউরিটি ইস্যু করেছে, যা ২০১৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের থেকে ১,৬৮,০০০ (অনুমিত বাজেটের ২৯ শতাংশ) কোটি টাকা বেশি। এর ফলে, ২০১৮ অর্থবর্ষে (এইচ-১) মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫৭০০০ কোটি টাকা, যা অনুমিত বাজেটের ৬১.৬৮ শতাংশ। ২০১৮ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সরকারের তারিখ যুক্ত সিকিউরিটি এবং ট্রেজারি বিলের নিলাম ভালোভাবে হয়েছে। ২০১৮ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সময়কালে এইসব ইস্যুগুলি 'ওয়েটেড অ্যাভারেজ ম্যাচিওরিটি' এবং 'ওয়েটেড অ্যাভারেজ ইল্ড' ছিল যথাক্রমে ১৪.৫৮ বছর এবং ৬.৭৭ শতাংশ। এই ত্রৈমাসিকে বিমুদ্রাকরণের ফলে অর্থনীতিতে চালু অর্থের পরিমাণ ছিল অতিরিক্ত। ২০১৮ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সরকারের নগদ অর্থের পরিমাণ কিছুটা বেশি হওয়ায় ভারত সরকারকে বেশ কয়েকবার ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 'ওয়েজ অ্যান্ড মিনস্' খাতে অগ্রিম নিতে হয়। এছাড়াও, নগদ পরিচালনের নীতি-নির্দেশিকার মাধ্যমে আদায়ের প্রবণতা অনুসারে সময় নির্দিষ্টভাবে সরকারি খাতে ব্যয়ের চেষ্টা করা হয়। সেই সময়ে বাজারে প্রচলিত নগদের পরিস্থিতি অনুসারে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিকে খোলা বাজারের মাধ্যমে মোট ৬০০ বিলিয়ন টাকার সমতুল সরকারি সিকিউরিটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জনঋণ (পাবলিক অ্যাকাউন্ট খাতে ব্যয় বাদে)-এর পরিমাণ সাময়িকভাবে ২০১৭'র সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫৬৫৬৫২ কোটি টাকাতে গিয়ে দাঁড়ায়, যা ২০১৭'র জুন মাসের শেষ নাগাদ ছিল ৬৪০৩১৩৮ কোটি টাকা। ২০১৭'র সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ মোট জনঋণের ৯৩ শতাংশই ছিল অভ্যন্তরীণ ঋণ। এর মধ্যে বাজারে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল জনঋণের ৮২.৬ শতাংশ। বকেয়া ঋণের প্রায় ২৭.৮

২

শতাংশ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের শেষে রেসিডিউএল ম্যাচিওরিটি হিসাবে ছিল। যার অর্থ আগামী পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর বকেয়া ঋণের প্রায় ৫.৫৬ শতাংশ হারে পরিশোধ করতে হবে।

২০১৭'র ৩ আগস্ট পর্যন্ত সরকারি সিকিউরিটি (জি-সেক)-র লভ্যাংশের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, পরে অবশ্য তা বাড়তে শুরু করে। সরকারি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এফপিআই সীমা ২.৪২ লক্ষ কোটি টাকা হওয়ার ফলে লভ্যাংশ বা ইল্ড প্রাথমিকভাবে শিথিল হয়। তবে, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আগস্ট মাসের শুরু থেকে লভ্যাংশ বা ইল্ডের হার স্থিতিশীল হতে শুরু করে। ২০১৭'র আগস্ট মাসে বাণিজ্য ঘাটতি এবং ডলার ও টাকার মধ্যে বিনিময় মূল্য প্রতিকূল হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে কিছুটা চাপ তৈরি হয়। অপরিশোধিত খনিজ তেলের দামও ব্যারেল প্রতি জুন মাসে ৪৭ ডলার থেকে বেড়ে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ৫৯ ডলারে দাঁড়ায়। এর ফলে, বাণিজ্য এবং অর্থ প্রদানের সমতা ক্ষেত্রেও চাপ সৃষ্টি হয় এবং মুদ্রাস্ফীতির ওপর তার প্রভাব পড়ে। এছাড়া, জিএসটি থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ নিয়ে উদ্বেগের ফলে লভ্যাংশের হার প্রভাবিত হয়। ২০১৮ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অবশ্য সরকারি সিকিউরিটির লেনদেন পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১০.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(Release ID: 1514676) Visitor Counter : 5